



24

182

শিক্ষা

কারিগরি শিক্ষা

সাধারণ ও বৃত্তিমূলক বা কারিগরি—এ দু'প্রকারের শিক্ষা আমাদের দেশে বিদ্যমান। কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে এমন শিক্ষাকে বুঝায় যা হাতে-কলমে শেখানো হয় এবং যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে জীবিকার্জনে সমর্থ হয়। এ দেশে এখনও কারিগরি শিক্ষার প্রতি তত আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। এর কারণ, ব্রিটিশ আমলে এ দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ছিল কেরানী তৈরীর শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেই ব্রিটিশের কেরানী তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন

এখনও হয়নি।

তাই একদিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিজ্ঞানী তৈরী হচ্ছে না, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়-ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। একদিকে চাকুরীর অভাবে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় কারিগরের অভাবে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা আশিজন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও আমাদের দেশের উৎপাদন কম। তাই এখানে শিল্পের প্রসার একান্ত অপরিহার্য। ব্রিটিশ ও তার পরবর্তী

ত্রিশ দশকে এ দেশে স্বল্প সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

আমরা শিল্প ক্ষেত্রে এক প্রকার পঙ্গু হয়েই বেঁচে আছি। আমাদের উৎপন্ন দ্রব্য দেশের অভাব পূরণ করে বিদেশে রপ্তানী করতে হবে। ফলে দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে, বৈদেশিক অর্থ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। এ জন্য চাই দক্ষ জনশক্তি। আর দক্ষ জনশক্তির জন্য বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন।

মহান আল্লাহতা'লা সব মানুষকে এক ধরনের মেধা শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় পাঠাননি। তাই সকলের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। জীবিকার্জনের জন্যে, স্বাস্থ্যদায়ী জীবন চালানোর জন্যে মানুষ বিদ্যা শিক্ষা

করে। আমরা নিঃসন্দেহে কারিগরি শিক্ষাকেও জীবিকার্জনের মাধ্যম হিসাবে শিখতে পারি।

মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো উচ্চ স্তরের কারিগরি শিক্ষা। সবার দ্বারা তা সম্ভব নয়। নীচু স্তরের কারিগরি শিক্ষার দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। দেশে বৃত্তিমূলক তথা কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। দেশে কারিগরি শিক্ষার জন্য আরও বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা উভয়কে সমান মর্যাদা দিতে হবে যাতে কারিগরি শিক্ষার প্রতি তরুণরা আকৃষ্ট হতে পারে।

—কামরান আহমেদ